নবজীবন

লেখা: জিৎ রায় ©

“ওই” – পিছন থেকে একটা পরিচিত গলার পরিচিত ডাকটা শুনে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় নমি। একরাশ আশা নিয়ে যাকে দেখবে বলে ঘুরে দাঁড়ায় দেখে সেই হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। “কিরে কেমন লাগছে জায়গা টা” জিগ্যেস করে অগ্নি। “ ভালোই, কিন্তু তুই জানলি কি করে আমি এখানে এসেছি নাকি হটাৎ করে দেখা পেয়ে গেলি।“ জিগ্যেস করলো নমি। আরে না না এখানে সবাই সবার খোঁজ রাখে। আর মনে নেই তুই যখন এলি তখন অভ্যর্থনা জানানো হলো। তখনই জেনে গেছি।“ হেসে বললো অগ্নি। “ হুম, বুঝলাম। তখনই যখন জেনে গেছিলো তাহলে সেদিনই দেখা করিস নি কেনো।“ রাগ করে বলে উঠলো নমি। “সেদিন দেখা করলে এতদিন পরের ঝগড়া করার সুযোগটা যে হাত ছাড়া হয়ে যেত। কতদিন পর তোর সাথে ঝগড়া করছি বল আবার। যাই হোক বাদ দে। বল কেমন লাগছে জায়গাটা ?” প্রশ্ন করে অগ্নি। “ ব্যাপক। কি সুন্দর রে, আমি তো জানতাম ই না যে এতসুন্দর একটা জায়গা আছে। কি শান্ত, সব কিছুর মধ্যে একটা অসাধারণ সৌন্দর্য। মনটাকে যেন ভরিয়ে দেয়।“ নমি বলে ওঠে।“ আচ্ছা তুই কিন্তু একটুও চেঞ্জ হোসনি। সেই ১০ বছর আগে যে রকম দেখেছিলাম ঠিক সেরকম। কি করে করেছিস রে” আবার প্রশ্ন করে নমি।“ দেখলে হবে, খরচা আছে। এক কাজ কর তুই আমার সাথে আমার বাড়িতে চল। ওখানেই থাকবি।অনেক জায়গা ওখানে, আমার মা আর বাবার সাথে

থেকে যাবি। চল চল আমার বাড়ি চল।" বলে হাত ধরে নমি কে টানতে টানতে নিয়ে যায় অগ্নি। বাঁধা দিতে

গিয়েও আর কিছু বলেনা নমি। মনে মনে তখন তার পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। অনেক স্মৃতি তার আর অগ্নির। অগ্নির হাত ধরে যেতে যেতে অতীতে চলে যায় নমি।

কলেজের এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে আলাপ হয়েছিলো অগ্নির সাথে।ছেলেটা সারাক্ষন কারো না কারো সাথে ইরকি করছিল আর সারাক্ষণ একে ওকে হাসিয়ে যাচ্ছিল। চিরকালই একটু রিজার্ভ টাইপের মেয়ে ছিল নমি।ও অগ্নির সাথে সেই ভাবে কথা বলতে পারেনি। কিন্তু সেদিন যখন অনেক রাত হয়ে যাওয়ার জন্য অগ্নি নিজের বাড়ির পুরো উল্টো দিকে এসে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায় তখন তাকে একটু ভালোই লাগে যায় তার। কিছুদিন পর যখন ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অগ্নির ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে তখন সে কিছু ভাবেই সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিল সে। তারপর মাঝে মাঝে অগ্নির সাথে দেখা করতে সে। কিন্তু কোনোদিন বুঝতে পারেনি যে অগ্নি তাকে ভালোবাসতো। সে যে নিজেও অগ্নিকে ভালোবেসে ফেলেছিল সেটাও সে বুঝতে পারেনি। সেদিনের কথা তার এখনও মনে আছে যেদিন অগ্নি তাকে প্রপোজ করে, অবাক হয়ে অগ্নির দিকে তাকিয়ে বলেছিল এটা আবার কি কথা, আমরা খুব ভালো বন্ধু, তোকে বন্ধু ছাড়া আর কোনোভাবে আমি তোকে দেখিনি। এইসব আর বলিস না আমায়।এর পর

অনেক বার অগ্নি ওকে কথাগুলো বলেছিল কিন্তু সে আর পাত্তা দেয় নি| আসতে আসতে ও

অগ্নির সাথে কথা বলাও কমিয়ে দিয়েছিল সে| ওর বাড়ি থেকে যখন

তার বিয়ের ঠিক করে দেয় তখন সে অগ্নিকে তার বিয়ের কথা বলেছিল| অগ্নি শুনে শুধু একটা কথাই বলেছিল" তাহলে তুই সত্যি আমায় ভালবাসিস না, আমায় বিয়ে করবি না, ঠিক আছে ভালো থাকিস তাহলে| আমি আর তোকে কখনো ডিস্টার্ব করবো না|" তার বিয়ের এক সপ্তাহে আগে তারপর অগ্নি চলে যায়|

" কি হবে পুরনো কথা ভেবে নমি, ছার না |যা হওয়ার হয়ে গেছে" অগ্নির কথা শুনে চমকে উঠলো নমি| নমি জিগ্যেস করলো" তুই কি মনের কথা বুঝতে পারিস নাকি" | "হ্যাঁ পারি" ছোট্ট জবাব আসে অগ্নির থেকে| " তুই যখন এতোই জানিস তাহলে তুই কি ..." কথা শেষ করতে পারে না নমি তার আগেই অগ্নি বলে উঠে আমি তোকে তোর থেকে বেশি জানি, আমি জানতাম তুই আমায় ভালবাসিস তাই বারবার অত করে বলতাম| " ন্যাকা, অতই যখন জানিস তাহলে আমায় বুঝিয়ে বলিসনি কেনো" মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে নমি| এবার রেগে যায় অগ্নি" অত করে তো বলেছিলাম, তুই না বুঝলে আমি কি করবো| আমি মরে গিয়ে তবে বোঝাবো তোকে|" নমি চুপ করে যায়|

অগ্নি বলে চল বাড়ি এসে গেছে। মা বাবার সাথে আলাপ করবি চল। অগ্নির মা বাবাকে প্রণাম করতে অগ্নির মা হেসে বলে কেমন লাগছে এখানে এসে। " খুব ভালো, আচ্ছা ওই যে ওই দিকে ওখানে করা থাকে?" প্রশ্ন করে নমি। ওখানে সব বড়ো বর লোকেরা থাকে। সবে এসেছো। অগ্নি নিয়ে যাবে একদিন। তোমরা দুজনে গল্পো করো আমি রান্না করি" বলে উঠে যায় অগ্নির মা। " আমার মায়ের হাতের রান্না তো খাসনি। কোথায় লাগে অমৃত। এবার বল তোর কি খবর,

কিছুটা জানি আমি, তাও তোর থেকে শুনতে চাই।" অগ্নি বলে ।

একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করে নমি"খবর আবার কি। তুই চলে আসার পর একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে রিপোর্টারের চাকরি পাই। লাস্ট দশ বছর ধরে সেটাই করছি আর সেটা করার জন্যই আজ এখানে আমি..." কথা শেষ করতে না দিয়ে অগ্নি হাসতে হাসতে বলে উঠে " আর আমার খপ্পরে এসে পরেছিস। আর তোর বিয়ে, বিয়ে টা কি হলো" "তুই চলে আসার পর আমি বুঝতে পারি আমার ভুল। আমি বিয়েটা আর করিনি।" নমি উত্তর দেয়। "যাক বাবা তাহলে তোর বর আর এখানে এসে জ্বালাবে না আমাদের। এক কাজ করি চল এবার এখানে কৈবল্য ধাম এ আমরা বিয়ে করে নিই। তাহলে দুজনে একসাথে থাকতে পারবো।নাকি আবার আপত্তি আছে তোর ?" প্রশ্ন করে অগ্নি। " তুই চুপ কর, আগে বল বাড়ির নাম এরকম রেখেছিস কেন?" নমি জিগ্যেস করে অগ্নিকে।" আমার মা বাবা

নারায়ণ ভক্ত তাই তার জায়গার নাম অনুযায়ী নাম দিয়েছে বাড়ির। কিন্তু যেটা বললাম সেটা ভেবে দেখ। এখানে বিয়ে করার কোনো অসুবিধা নেই, লিভ টুগেদারের ও থাকা যায়। দেখ কি করবি।“ অগ্নি হাসতে হাসতে বলে। নমি কথাটা শুনে বলে” কিছুদিন পর তোকে বিয়েই করে নেবো। সেটাই ভালো। তার আগে আমায় কাল একবার বাড়ি যেতে হবে। অনুষ্ঠান আছে। তুই কি যাবি আমার সাথে?” “ওকে যাবো “ ছোট্ট জবাব দেয় অগ্নি।

পরের দিন সকালবেলা অগ্নি আর নমি একসাথে বেরিয়ে পরে। ওদের চেনা জায়গায় আসতে অগ্নিকে দেখে নমি বলে “তোর কষ্ট হচ্ছে না এখানে এসে, তুই কি আসিস না নাকি এখানে?” অগ্নি উত্তরে বলে “ এখানে কেউ নেই তাই আসি না। আর এত ভিড় আমার ভালো লাগে না, চল তোর বাড়ি যাই। কিন্তু বেশিক্ষন থাকবো না।“ নমি বাড়িতে গিয়ে দেখে প্রচুর ভিড়। পুজো হচ্ছে যেখানে সোজাসুজি সেখানে গিয়ে ছবির সামনে দাড়িয়ে বলে “আমার ও আজ ভালো লাগছে না। কিন্তু আসতে তো হবেই বল। মা বাবা বলেছে না এলে হবে? তুই কি আসিস নি?” অগ্নি শুধু বলে “ না। তুই তো জানিস আমার কেউ নেই এখানে আমি কি করতে আসবো।ছোটবেলা থেকেই আমি অনাথ।“ নমি একদৃষ্টে মালা দিয়ে সাজানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুনতে পায় তার বাবা তার মা কে বলছে “ কি করবো বলো সবই আমাদের কপাল। বিয়ের আগে ও

বুঝতে পারে নি যে ও অগ্নিকে ভালবাসে, যদি বুঝত তাহলে ওকে অগ্নির সাথেই বিয়ে দিতাম। কিন্তু অগ্নি হটাৎ করে সুসাইড করলো। আর তার পর এতদিন পর নমি কাজ করে ফেরার পথে ওই ভাবে অ্যাকসিডেন্ট করলো। সব আমাদের কপাল। না হলে নমি ত নিজেকে অনেক ঠিক করে নিয়েছিল।"

শুনে নমি হাসি মুখে অগ্নির দিকে তাকিয়ে বলল "চল মা বাবা মত দিয়েছে, এবার ওখানে ফিরে তোর মা বাবা কে বলে বিয়ে টা করে নতুন করে জীবন শুরু করবো।"